ভেঙ্কুভার, ক্যানাডা।
৯ই মার্চ ২০০৪।

মহান একুশের সাথে যে গভীর ন্যায়পরায়ণতা, বোঝাপড়া, সহনশীলতা, আত্ম ও পারস্পরিক সম্মানবোধ জড়িয়ে আছে তা শুধু বাংলাদেশকে আলোকিত করেই ফুরিয়ে যায় নি, আজ সারা বিশ্বকে আলো দেখাচ্ছে। বাংলাদেশে বাংলা একাডেমী, বই মেলা, এ একুশেরই অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী '০৪ ''বাংলার গর্ব'' অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে এ বাংলা একাডেমীর সামনেই, এ বই মেলা থেকে বের হয়ে আসতেই নৃশংসভাবে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ঘটনা হতবাক করার মত, এ ঘটনা একুশের মূল চেতনার সাথে সম্পুর্ণ অসামঞ্জস্যপুর্ণ, শুধু তাই নয় তার প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ যে, সরকার জনাব আজাদের জন্য তড়িৎ এবং যথার্থ চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ যারা অপরাধটি সংঘটিত হওয়ার পর অপরাধটি কে ঘটিয়েছে সে জাতিয় ইংগিতপুর্ণ বক্তব্য রেখে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং বিচারের সুযোগকে কঠিন অথবা বন্ধ করে দিচ্ছেন, দয়া করে আপনারা এটা করা থেকে বিরত থাকুন। একটি অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর অথবা/এবং কোন বিচারাধীন মামলায় এ জাতিয় মন্তব্য করা ঘোরতর অন্যায় কাজ। এ অন্যায় কাজ করে তদন্ত এবং বিচারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা সব বিবেচনাতেই ''Obstruction of Justice". আজ বিশ্বের অনেক দেশেই '''Obstruction of Justice'"-কে মূল অপরাধের তুলনায় ছোট করে দেখা হয় না, বরং ক্ষেত্র বিশেষে তা অনেক বড় বলে বিবেচিত।

সৃষ্টিকর্তা জনাব আজাদ, তাঁর পরিবার, প্রিয়জন এবং শুভাকাংখীদেরকে এ ব্যথা ও শোক সহ্য করার ক্ষমতা দিন এবং জনাব আজাদ দ্রুত আরোগ্য লাভ করুন সে কামনা করছি।

এ চিঠিটি মুক্তমনা'র জন্য পাঠানো হল।

রফিকুল ইসলাম।
ভেঙ্কুভার, ক্যানাডা।